311

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 24 1999 ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৭

ডেটলাইন : মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ

এশিয়া মহাদেশের কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের মধ্যে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদও একটি। এই অনুষদ থেকে দেওয়া হয় চার বছরমেয়াদি বিএসসি ফিশারিজ (অনার্স) ডিগ্রি। এই মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের বর্তমান বয়স প্রায় ৩০ বছর। এই অনুষদে শিক্ষার্থীদের পড়ার চাহিদা দিন দিন বাড়ার ফলে গত শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৬০টি আসন থেকে ৮০টি আসনে উন্নীত করে। এই আসন বৃদ্ধি ছিল মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা শিক্ষার্থীদের গলা টিপে মেরে ফেলার শামিল। কারণ যেখানে এই অনুষদ থেকে পাস করা সাবেক কৃতী ফিশারিজ গ্র্যাজুয়েটরা চাকরির জন্য নিজের পায়ের সেন্ডেল ক্ষয় করছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০টি আসন বৃদ্ধি করে বর্তমানে অধ্যয়নরত মাৎস্য শিক্ষার্থীদের চরম হতাশ করেছেন।

এই ২০টি আসন বৃদ্ধির ফলে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে দেখা দিয়েছে ব্যাপক জটিলতা। মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ক্লাসরুমগুলো ৬০ আসনবিশিষ্ট হওয়ায় ক্লাসরুমগুলোতে ৮০ জন শিক্ষার্থীকে জায়গা দিতে না পারায় নিরুপায় হয়ে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা হল অনুষদীয় গ্যালারিতে ক্লাস করাতে হচ্ছে। এতেও প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ আছে, গ্যালারিটি বড়ো হওয়ায় শিক্ষকদের লেকচার ভালোভাবে শোনা যায় না। অন্যান্য বর্ষের গ্যালারিতে পরীক্ষা চলাকালীন তাদের ক্লাস বন্ধ থাকে। যা তাদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এছাড়া আগে ৬০ জন ছাত্র ভর্তি করা হতো বলে ব্যবহারিক ক্লাস তিনটি গ্রুপে করা হতো। বর্তমানে ৮০ জন ছাত্র হওয়ায় ব্যবহারিক গ্রুপ চারটিতে পরিণত করে ক্লাস রুটিনে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও বড়ো ধরনের বেগ পেতে হচ্ছে। রুটিন পরিবর্তনের ফলে এমনও দেখা যাচ্ছে যে, একজন শিক্ষক একই সময় ভিন্ন ক্লাসরুমে দুই ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছেন ফিফটি ফিফটি করে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী–শিক্ষক কামনান করে না। তারপরও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের পিছনে এ কারণেই মাৎস্যবিজ্ঞানের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে অধিক সমাদৃত।

এমতবস্থায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত হবে, ১৯৯৮–৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে ৮০টি আসনের পরিবর্তে ৬০টি আসন পুনর্বহাল রাখা। এছাড়া গত শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত অর্থাৎ যারা প্রথম পর্বে অধ্যয়নরত তাদের জন্য একটি ৮০ আসনবিশিষ্ট ক্লাসরুম উপহার দেওয়া।

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল
২য় পর্ব, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ
১৩৪/ই, শহীদ নাজমুল আহসান হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ